সমকাল

তারিখ 19 APR 2015 পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্ন ছাপা হবে পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে

■ বিশেষ প্রতিনিধি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৫ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা আগামী মে মাসের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত হবে। এ নিয়োগ পরীক্ষায় প্রায় এক লাখ প্রার্থী অংশ নেবেন। কয়েক দফা শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা হওয়ার পর এবার আর বিজি প্রেসে প্রশ্নপত্র ছাপানোর ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। বরং প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে পরীক্ষা শুরুর মাত্র এক ঘণ্টা আগে জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে স্থানীয়ভাবে প্রশ্নপত্র ছাপার পদক্ষেপ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস বলেন, নতুন এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বুয়েটের তৈরি একটি বিশেষ সার্ভার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে বসানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সব জেলার কর্মকর্তাদেরও। তিনি জানান, আগে সারাদেশে একসঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া হলেও আসন্ন নিয়োগ পরীক্ষা কমপক্ষে চার দিনে নেওয়া হবে। বিভাগভিত্তিক বা ৫-৬ দিনেও এই পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে। তিনি আরও জানান, ডিজিটালি প্রশ্ন ছাপিয়ে সফলভাবে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া গেলে এ বছরের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায়ও এই পদ্ধতিতে প্রশ্ন ছাপিয়ে নেওয়া হবে।

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য ৯ সেট প্রশ্ন তৈরি করা হবে জানিয়ে অতিরিক্ত সচিব বলেন, পরীক্ষার দিন ওই ৯টি থেকে লটারির মাধ্যমে সকালে এক সেট প্রশ্ন ডিজিটালি ছাপানো হবে। এই প্রশ্ন দিয়েই বিকেল ৩টা থেকে এক ঘণ্টা ২০ মিনিটের ৮০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া হবে। আগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো সকাল ১০টায়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ডিসি ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রশ্নপত্র ডাউনলোড করা হবে। একটি পাসওয়ার্ডকে দুই ভাগে ভাগ করে পরীক্ষার দিন সকাল ৯টায় ডিসি ও শিক্ষা কর্মকর্তার মোবাইলে তা এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে। পাসওয়ার্ডের এই দুই অংশ একসঙ্গে করে সার্ভার থেকে প্রশ্ন ডাউনলোডের অনুরোধ জানানো যাবে। এই অনুরোধ পাওয়ার পর মন্ত্রণালয় তা 'অনুমোদন' করবে। এরপর কেবল একবারের জন্য প্রশ্ন ডাউনলোড করা যাবে। একজন কর্মকর্তা বলেন, কোন কোন জেলায় প্রশ্ন ডাউনলোড করা হয়েছে তা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসেই দেখা যাবে। কোনো ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

শিক্ষক নিয়োগের

[১৮ পৃষ্ঠার পর]

জেলায় প্রশ্ন ডাউনলোড করা হলে সার্ভারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'প্রশ্ন সফলভাবে ডাউনলোড হয়েছে' বলে একটি বার্তা আসবে। সব জেলায় প্রশ্ন ডাউনলোড শেষ হলে সার্ভার বন্ধ করে (অফলাইন) দেওয়া হবে। ঠিক কখন ও কতক্ষণ সময়ের মধ্যে প্রশ্ন ডাউনলোডের সুযোগ পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্টদের তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে। শুধু প্রশ্ন ডাউনলোডের সময়ই সার্ভারটি অনলাইনে রাখা হবে; বাকি সময় এটি অফলাইনে থাকবে।

৬৪ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসনের একজন করে ম্যাজিস্ট্রেটকে এ বিষয়ে গত ৯ ও ১০ এপ্রিল ঢাকায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে জানান অতিরিক্ত সচিব জ্ঞানেন্দ্র নাথ। মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, সার্ভার থেকে প্রশ্নের যে ফাইল ডাউনলোড হবে সেটি 'এনক্রিপটেড' করা থাকবে। অর্থাৎ ওই ফাইলের লেখা বিশেষ সফটওয়্যার ছাড়া পড়া যাবে না। এনক্রিপ্ট ফাইলটি পড়তে 'ডংগল' (ডিভাইস) সরবরাহ করবে মন্ত্রণালয়। পরীক্ষার আগের রাতে ওই ডংগল নিয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ডিসি অফিসে হাজির থাকবেন। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পাওয়ার পর তারা ডিসি ও শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে তা হস্তান্তর করবেন। জানা গেছে, পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে ডিসির প্রতিনিধিরা কেন্দ্রে প্রশ্ন সরবরাহ করবেন। জেলা শহরেই শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার কেন্দ্র থাকবে। ডিজিটালি প্রশ্ন ছাপাতে ৫ থেকে ৮টি ফটোকপি মেশিন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, জেনারেটরসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আগে থেকেই ডিসি অফিসে রাখা হবে। আর প্রশ্ন ছাপানোর পুরো প্রক্রিয়া ক্লোজসার্কিট ক্যামেরার আওতায় করতে হবে।